জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ঢাকা, সোমবার, ৩১ মার্চ ২০০৮ ইং, ১৭ চৈত্র ১৪১৪ বাং

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
রপ্তানিকারকগণ,
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্যগণ,
সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি অত্যান্ত আনন্দিত। আজ দেশের সেরা রপ্তানিকারকদেরকে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আমরা সম্মাননা প্রদান করছি। রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্য যাঁরা এ বছর জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পেয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। উপস্থিত সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

আজ ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ অর্থবছরের রপ্তানি ট্রফি দেয়া হচ্ছে। দেরীতে হলেও ট্রফি বিতরণের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদেরকে স্বীকৃতি দিতে পারায় আমি আনন্দিত। তবে আমি আরও খুশী হতাম যদি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এই ট্রফি বিতরণ হতো। আমি আশা করবো, এখন থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতিবছর একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে রপ্তানি ট্রফি প্রদান করবে।

সুধীবৃন্দ,

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ২০০৪-০৫ সালে রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩ শতাংশের অধিক। অন্যদিকে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রপ্তানি বৃদ্ধির হার ছিল ১৫ শতাংশের অধিক। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ১২.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের বিপরীতে চলতি অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৪.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। শিল্প-উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবারও রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আমি আশা করছি। তবে চীন, ভারত ও ভিয়েতনামের মতো এশিয়ার দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতিসমূহের সাথে তাল মেলাতে হলে আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে। মানব সম্পদের ক্ষেত্রে আমাদের তুলনামূলক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আরো প্রতিযোগিতামূলক পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করতে হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। আমাদের দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রেও বাণিজ্যকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে বিশ্বায়নের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানি কার্যক্রমকে আরো নিবিড় ও গতিশীল করা এবং দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে এতে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের প্রয়াস চালাতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ব্যবসায়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বাজার সম্প্রসারণ, উৎপাদনশীলতা ও ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, ব্যবসার ব্যয় হ্রাস, আন্তর্জাতিক শর্তাবলী বাস্তবায়ন এবং ব্যবসা অঙ্গনে সুশাসন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে।

একই সঙ্গে সরকার উন্নত বিশ্বের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের জন্যও জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিশ্ব-বাণিজ্যের ক্রম-পরিবর্তনশীল গতি-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের রপ্তানি ব্যবস্থাকে দৃঢ় করতে হবে। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তুলনামূলক সুবিধাগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় রূপান্তরিত করতে হবে। এক্ষেত্রে পণ্যের গুণগত মানে উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার কোনো বিকল্প নেই। নিত্য পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগত জ্ঞান আহরণ ও তার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই আমাদেরকে বিশ্ব বাজারে টিকে থাকতে হবে।

আপনারা জানেন, ব্যক্তিখাতের বিকাশে সহায়ক শক্তি হিসেবে সরকারি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসার পরিবেশ আরো উন্নত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যক্তি ও সরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বেটার বিজনেস ফোরাম ও রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন গঠন করেছে। আমরা আশা করছি, দেশে দ্রুত শিল্পায়ন ও রপ্তানি খাতের বিকাশের লক্ষ্যে এই ফোরাম ও কমিশন যে সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করবে, তা দ্রুত বাস্তবায়ন হবে এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর সুফল অচিরেই জনগণের কাছে দৃশ্যমান হবে।

সুধীমণ্ডলী,

টেকসই রপ্তানি বৃদ্ধির সুদূর প্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার তিন বছর মেয়াদী রপ্তানি নীতি ২০০৬-০৯ জারী করেছিল। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্বায়নের সাথে সংগতি রেখে রপ্তানি ব্যবস্থা যুগোপযোগী করা, শ্রমনির্ভর রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা, রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল সহজলভ্য করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্যের মানোন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ, উন্নত, লাগসই ও পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধন, রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন ও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাকওয়ার্ড ও

ফরোয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করা, এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

রপ্তানির লক্ষ্যাবলী অর্জনে সরকার সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়ে আসছে। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য এখনও তৈরী পোষাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও পাটজাত পণ্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী, শতকরা ৮৫ ভাগ রপ্তানি আয়ের উৎস হলো এই ৫টি পণ্য।

এ কয়েকটি সীমিত সংখ্যক পণ্যের উপর অত্যধিক নির্ভরতা কমিয়ে আনার কোনো বিকল্প আমাদের সামনে নেই। রপ্তানি ক্ষেত্রে সম্ভাবনা এবং আন্তর্জাতিক চাহিদার কথা বিবেচনা করে তাই কৃষিজ ও প্রক্রিয়াজাত কৃষি-পণ্য, হালকা প্রকৌশল দ্রব্যাদি, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ, আইসিটি এবং হোম টেক্সটাইলকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ফিনিশ্‌ড চামড়া, হিমায়িত মৎস্য, হস্তশিল্পজাত পণ্য, ইলেকট্রনিক পণ্য, তাজা ফুল ও ফলিয়েজ, পাটজাত দ্রব্য, পাহাড়ী তাঁত বস্ত্র, অমসৃণ হীরা এবং ভেষজ ঔষধ ও ঔষধি উদ্ভিদকে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ খাতগুলোর উন্নয়নে সরকার যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে।

সুধীবৃন্দ,

আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির বর্তমান ধারাকে বেগবান করতে হলে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে, কারখানার উৎপাদন পরিবেশ ও কমপ্লায়েন্স বিষয়গুলো প্রতিপালনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে এবং পণ্যের গুণগত মান আরও উন্নত করতে হবে। অধিকতর বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং তথ্য প্রযুক্তির মতো দ্রুত বিকাশমান খাতের সম্প্রসারণে নিতে হবে ত্বরিত পদক্ষেপ। সর্বোপরি, পণ্যের বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার বহুমুখীকরণের জন্য আমাদের সহজলভ্য জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এর তুলনামূলক সুবিধাকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় রূপান্তর করতে হবে। উৎপাদিত পণ্যের নিত্য-নতুন বাজার অন্বেষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের প্রশিক্ষণ, অধিকার ও কল্যাণের ব্যাপারেও যত্নবান থাকতে হবে।

রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য উন্নত অবকাঠামো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তাই যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি-গ্যাস-বিদ্যুৎসহ ইউটিলিটি সার্ভিস এবং বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বহুবিধ পদক্ষেপ নিচ্ছি। সাম্প্রতিক কালে চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবস্থাপনায় তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। লীড টাইম হ্রাস পেয়েছে, হ্যাণ্ডলিং চার্জসহ অন্যান্য ব্যয় কমেছে, পণ্য খালাস পদ্ধতিকে আরো দ্রুত ও সহজতর করা হয়েছে। আশা করি, এর ফলে আমদানি-রপ্তানি ব্যয় কমবে এবং রপ্তানি বাণিজ্য আরো বেগবান হবে।

সুধীমণ্ডলী,

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবসায়িক অঙ্গনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে আমি এখানে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক অঙ্গনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রেণী, পেশা ও অবস্থান নির্বিশেষে আমরা সবাই একযোগে ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে আগামী এক-দশকের মধ্যে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে।

দেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আজ যেসব রপ্তানিকারক জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পাচ্ছেন, তাঁদের সবাইকে আমি আবারও মোবারকবাদ জানাই। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

......